সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আদেশ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী সপ্তাহে ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন হতে পারে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”

সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায়

মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালতের বিচারক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন । একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “ ক্রোক আদেশের নথি ঈদের আগ পযর্যন্ত পাইনি। ছুটি শেষ করে রবিবার অফিস করবো। আদেশ কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার জামিন

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভানেত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গতকাল সোমবার (২৪ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল-আমিন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ বলেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা আপিল করবো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর আমলি আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমলি আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার তাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী

মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী

ফরহাদের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুলের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল পৌণে ৮টার দিকে মেহেরপেুরের সিনিয়র জুৃডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তাঁর জামিন না মঞ্জুর করে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষ এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে বুধবার রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সালেহ আহমেদ নাসিম জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসিবে অংশ নেন ইব্রাহিম শাহীন। তিনি জানান, অপরাধ প্রমানিত না হওয়া পর্ন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে সে হিসেবে আসামি যাতে ন্যায় বিচার পান সে আবেদন করেছি এবং একই সঙ্গে জামিনের আবেদন করি। বিজ্ঞ বিচারক জামিন না মঞ্জুর করেছেন।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর ২৬৩/২৪ এবং ২৭৭/২৪ এ দুটি মামলায় তাঁকে মেহেরপুর সদরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুরের পাশাপাশি ঢাকাতেও সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

ফরহাদ হোসেন টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে

নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই মৃদুল কারাগারে

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত। মৃদুল সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই হওয়ার পাশাপাশি জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক পদধারী।

মঙ্গলবার সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল পৃথক দুটি মামলায় হাজিরা দিতে ছদ্মবেশে মেহেরপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আসে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের একজন তাকে চিনে ফেলাতে এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা আদালত প্রাঙ্গণ সমবেত হয়।

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়েরকৃত চেক ডিজ অনার মামলায়

মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেও, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক জুয়েল রানা মৃদুলকে জেলা কারাগারের প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যে মামলাটিতে মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেটির বিবরণ থেকে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮ শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মন্জুরুল ইমামের আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার এফআইআর এর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটি মেহেরপুর সদর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলা নং-২০, তারিখ ২৮/০৮/২৪ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)১০/১১/১২/১৩ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(খ)/১০/১১/১২/১৩।

আপডেট: সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রীসহ ১৬৬ আসামি , কারা হলেন আসামি

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তাঁর স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ

আদালতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহজামাল, শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি, বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন, মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবদুুল্লাহ বাপ্পি, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপন, স্টেডিয়ামপাড়ার সবুজের ছেলে জয় খান, ওমর আলীর ছেলে মো: দুলাল, গোরস্থানপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে মো: বাবলু, হোটেল বাজারের বিপ্লবের ছেলে মোঃ রাতুল, ঘাটপাড়ার কালুর ছেলে মোঃ অনিক, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মুকুলের ছেলে মোঃ সুইট, ছাত্রলীগ নেতা আমদহ গ্রামের দরুদ আলীর ছেলে মোঃ কুতুব উদ্দিন, চকশ্যামনগর গ্রামের নিফাজ বিশ^◌াসের ছেলে শামারুল, খোকনের ছেলে মহিবুল, আব্বাসের ছেলে রাশিম, সরকারি কলেজের দাড়োয়ান নওশাদ বাবলু,দিঘীরপাড়ার হাসেম আলী, হোটেল বাজারের আব্বাস আলীর ছেলে মোঃ আক্কাচ আলী, ভূমি অফিস পাড়ার তুফানের ছেলে মোঃ আলিফ, বোসপাড়ার বাদশার ছেলে মোঃ স্বাধীন, ফুলবাগানপাড়ার জিয়ার ছেলে মোঃ সাজ্জাদ, শিশু বাগানপাড়ার গোমেজের ছেলে মোঃ সম্রাট গোমেজ, উজুলপুর গ্রামের আসাদের ছেলে মোঃ আকাশ, স্টেডিয়াম পাড়ার আলালের ছেলে মোঃ আসিক, টিএণ্ডটি রোডের মান্নানের ছেলে মোঃ শুভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জুয়েল রানা, এশিয়ানেট মোড়ের মকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ বায়েজিদ, শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রিয়াদ আজিম, নতুন পাড়ার কাদেরের ছেলে মোঃ হৃদয়, তাহের ক্লিনিক পাড়ার আয়ুবের ছেলে মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ, মোঃ মোমিনুল হায়দার মোমিন, জে আর কাউন্টার পাড়ার দুলুর ছেলে ইমরান, যাদবপুর রোডের মৃত পাচু

শেখের ছেলে যুবলীগ নেতা সারাফত আলী, টিএণ্ডটি রোডের ছামুর ছেলে মোঃ জাহিদ, তাঁতীপাড়ার মৃত তজিম উদ্দিনের ছেলে শরিফত আলী, শেখ পাড়ার মৃত মাজেদের ছেলে মোঃ নুরু দর্জি, তাঁতীপাড়ার আক্কাস আলীর ছেলে রায়হান, আব্দুর রশিদের ছেলে নুরুজ্জামান রাজিব, মৃত রেজাউল হকের ছেলে মো: রিপন, আবুল হোসেনের ছেলে মো: হাবিব, জটা শাহের ছেলে শাহাজাহান, মফিজুর রহমানের ছেলে মিজান, বড়বাজারের আনারুল ভাংড়ির ছেলে শাওন, মৃত মাবুদের ছেলে মো: রবিন, মৃত নকিব হেলালীর ছেলে ইমরান হেলালী প্রিন্স, মুখাজীর্পাড়ার মিন্টু খার ছেলে জাহাঙ্গীর, ফুলবাগান পাড়ার উমর আলীর ছেলে শরিফ, সিন্দুর কোটা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে রকিবুল, আমঝুপি শেখপাড়ার শরিফ উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম সাগর, টিএণ্ডটি পাড়ার ছায়েম বিশ^◌াসের ছেলে রাহিনুরজামান পোলন (মাস্টার), নতুন পাড়ার মৃত ছামাদের ছেলে আশরাফ, চক্রপাড়ার কাওছারের ছেলে মো: তারিক, মালোপাড়ার বরকত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরন, ভুমি অফিস পাড়ার মৃত বাক্কার চেয়ারম্যানের ছেলে সুইট, নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ বকুল, স্টেডিয়াম পাড়ার রমজান আলীর ছেলে মো: রানা, ভূমি অফিসপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে মো: মিজান, ফতেপুর গ্রামের মৃত জটির ছেলে মিলন, নজরুল স্কুল পাড়ার মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে আবু হুরাইরা, বোসপাড়ার কায়দার ছেলে মোঃ আরিফ, স্টেডিয়ামপাড়ার মৃত মুক্তার আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, শেখ পাড়ার নুরুল হুদার ছেলে মো: হেদায়েত, শ্রমিক লীগ নেতা রাশেদ লতিফ, তাঁতীপাড়ার বাবলুর ছেলে শিশির, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ মাহফুজুর রহমান পলেন, বামনপাড়ার হযরত আলীর ছেলে মোঃ জুয়েল, ১ নম্বর ওয়ার্ডের আকতার শেখের ছেলে মো: সেলিম, ঘোষপাড়ার আখের আলীর ছেলে মো: হাসান, ১ নম্বর ওয়ার্ডের শামিমের ছেলে নয়ন, ঘোষপাড়ার সেকেন্দারের ছেলে মোঃ রাজ্জাক, আসান শেখের ছেলে নেহাল, ভুমি অফিস পাড়ার খবির শেখের রিন্টু রহমান, নতুন পাড়ার মৃত ইসলামের ছেলে শাহীন ইসলাম তানিম, ভূমি অফিস পাড়ার খবির শেখের ছেলে মো: তুফান, লর্ড মার্কেটের ঠিকাদার মোঃ আসলাম খান পিন্টু,নতুন পাড়ার জলিল শেখের ছেলে মো: কাদের, সিরাজের ছেলে মোঃ তানসেন, রফিকুলের ছেলে মোঃ ইব্রাহিম, ঘোষপাড়ার শ্রী গোপাল, রহমান ঘোড়ার স্ত্রী নাছিমা বেগম, মিশন স্কুল পাড়ার সোভন খান, পিয়াদাপাড়ার যুবলীগ নেতা ডালিম, জুয়েল রানা, স্টেডিয়ামপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে মুকুল, নতুন পাড়ার জাহানের ছেলে মো: রাজিব, সবুজের ছেলে হৃদয়, ঘোষপাড়ার মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে আতাউর রহমান, কুতুবপুর গ্রামের গফুরের ছেলে রকিব, বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত রহমতুল্লাহের মেয়ে হাসিনা খাতুন,

মোজাম্মেলের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ ওমর ফারুক, রহমতুল্লাহের ছেলে মোঃ চাঁদ আলী,আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড ইব্রাহীম শাহিনের ছেলে তিশান, মেয়ে তিতলী, নতুন পাড়ার ধুলুর ছেলে মামুন, আমদহের ছেলে মৃত বরুহান আলীর ছেলে ফিরোজ আলী, নতুন পাড়ার আনারুলের ছেলে সাকিব, মোমিনের ছেলে আলা, কবি নজরুল সড়কের মৃত শফিউদ্দিনের ছেলে নাজিরুল ইসলাম, খান পাড়ার মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে জোহানী, নতুন পাড়ার হায়াত আলীর ছেলে সেলিম, জলিল কারির ছেলে মাসুদ, সুরাতের ছেলে শাহীন, দারিয়াপুরের কলিমদ্দিনের ছেলে হুমায়ন কবির, ভূমি অফিস পাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ আবু, বোসপাড়ার বাহাদুর ড্রাইভারের ছেলে বাধন খান, ভুমি অফিস পাড়ার বাবলার ছেলে মাহফুজ, বুড়িপোতার রসিদুলের ছেলে রাশেদ খান, বাজিতপুর ক্যাম্পপাড়ার অদ্ভুতের ছেলে বাসারুল, হালদারপাড়ার সেলিমের ছেলে রবিন, শেখপাড়ার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে ফাহাদ, কুদ্দুসের ছেলে রুস্তুম, আমদহের আসিফ মীর, শাহজীপাড়ার হবির ছেলে রানা, কাশ্যবপাড়ার মিথেন, ঝাউবাড়িয়ার সৌরভ, দিঘীরপাড়ার আতিয়ার, মোঃ শিশির, ঘোষপাড়ার মোঃ বাদশা, কুলবাড়িয়ার মোঃ জুয়েল, মণ্ডল পাড়ার ছাত্রলীগ নেতা আবু মোরশেদ শোভন, উজুলপুরের মোঃ আকাশ, গোলামের ছেলে মোঃ বাঁধন, গাংনীর সেলিম, যুবলীগ নেতা সাজু, সিন্দুর কোটার মোঃ ইসমাইল হোসেন, হালাদার পাড়ার জাফর আলীর ছেলে মোঃ অনিক, ভুমি অফিস পাড়ার বাবলুর ছেলে মোঃ সোহাগ, বোসপাড়ার বাদশার ছেলে মোঃ স্বাধীন, কুতুবপুরের রকির স্ত্রী মোছাঃ রুমা খাতুন, পুরাতন পোস্টঅফিস পাড়ার লিখন, বোসপাড়ার মতি, আশকারের ছেলে হাসান, বেড়পাড়ার কাশেম কমাণ্ডারের ছেলে চুন্নি, পান্না, শেখপাড়ার মৃত কাকুর ছেলে সুমন, থানাপাড়ার মৃত দাউদ হোসেনের ছেলে মোঃ সেলিম, বলিয়ারপুরের বিল্লালের ছেলে মোঃ আনারুল, বেড়পাড়ার হোমিও চিকিৎ ইমদাদুম হক জীবন, কাশেম ডাক্তারের ছেলে জুয়েল, পিরোজপুরের আজাহারের ছেলে লালন, রবজেল মাস্টারের ছেলে সেলিম, মৃত মল্লিকের ছেলে মোঃ ডাবলু, রবজেল ধামার ছেলে বাবলু ধামা, মৃত কুদ্দুস মণ্ডলের ছেলে ই¯◌্রাফিল, মৃত খলিল বিশ^াসের ছেলে মোঃ সানি, আব্দুর রহমানের ছেলে মোঃ আতিয়ার, আজগারের ছেলে গাজী, মৃত কৃদ্দুস মেম্বারের ছেলে মোঃ ওদুদ।

মামলার বাদির আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ১৬৬ জনের নামে একটি সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় প্রথমে ১৯৫ জনকে আসামি করা হয়েছে এমন গুঞ্জন শোনা যায়

এবং তার একটি খসড়া এজাহারও মেহেরপুর প্রতিদিনে পৌছায়। কিন্তু পরবর্তিতে ১৬৬ জনকে আসামি করা মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কয়েকজন আইনজীবীর সাথে কথা বলা হলেও তারা পরিস্কার কিছু বলতে চাননি। মেহেরপুর প্রতিদিন তার অনুসন্ধানী টিম কাজে লাগিয়ে মামলার এজাহার সংগ্রহ করে। যেখানে ১৬৬ জন আসামির নাম উল্লেখ রয়েছে। যার মামলা নম্বর ০১/২০২৪, তারিখ ১৯/০৮/২০২৪ ইং।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, আদালতে এজাহার জমা দিয়েছি। বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়েছেন। এর বেশি কিছু জানিনা।

মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, গত ৪ আগষ্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন কালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য পেশ করা অবস্থায় আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন সহ অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটর সাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ ভিতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আসামীদের হামলায় এদিক—সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন—জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে। ২য় ঘটনাস্থলে শহরের ভূমি অফিস মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। আসামীরা অজ্ঞাত শতাধিক অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্রসহ ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটরসাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়।

যুক্তরাজ্যে মন্ত্রী হলেন টিউলিপ!

যুক্তরাজ্যের ‘সিটি মিনিস্টার’ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক। এই মন্ত্রণালয় দেশটির আর্থিক পরিষেবা খাত তত্ত্বাবধানের কাজ করে।

নির্বাচনে টিউলিপ সিদ্দিক পান ২৩ হাজার ৪৩২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির ডন উইলিয়ামস পেয়েছেন ৮ হাজার ৪৬২ ভোট। আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিন পার্টির লরনা জেন রাসেল পান ৬ হাজার ৬৩০ ভোট।

এর আগে টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যে ছায়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও লেবার ছায়া মন্ত্রিসভার সংস্কৃতি, মিডিয়া ও ক্রীড়া উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটি অব আটর্সের ফেলো টিউলিপ সিদ্দিক ২০১৫ সালে প্রথমবার ব্রিটিশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। লন্ডনে জন্ম নেওয়া টিউলিপ ১৬ বছর বয়সে লেবার পার্টির সদস্য হয়ে যুক্ত হন ব্রিটিশ রাজনীতিতে।